(BANGLA)

নেককার হওয়ার উপায়

Naik ban nay ka Nuskha

- বিশাল আকারের সাপ
- কোন ধরণের আমল বেশি উত্তম?
- ছেলের মৃত্যুতে হাসি
- সমবেদনা জ্ঞাপন করার ১৩টি মাদানী ফুল

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ দোয়াটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم:

কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :
bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

নেক্কার হওয়ার উপায়[১]

সম্ভবতঃ শয়তান আপনাকে এই রিসালাটি পড়ার সুযোগ দিবে না, কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ পাঠ করে শয়তানের আক্রমনকে প্রতিহত করে দিন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

এক ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে ভয়ংকর একটি বিপদ দেখতে পেল, (এতে তিনি) ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন: তুমি কে? (বিপদ) উত্তর দিল: “আমি তোমার মন্দ আমল”। (লোকটি পুনরায়) জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? উত্তর দিল: অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

(আল কাউলুল বদী, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেল, বেশি পরিমাণে দরূদ পড়াও নেক্কার হওয়ার ব্যবস্থাপত্র।

---

[১] এই বয়ানটি আমীরে আহ্লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র তিন দিন ব্যাপী ইজতিমাতে (রজবের ২, ৩, ৪ তারিখ, ১৪১৯ হিঃ, মদীনাতুল আউলিয়া মুলতানের) মধ্যে বয়ান করেন। প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে পাঠকের খেদমতে পেশ করা হল। -------- **উবাইদ রযা ইবনে আত্তার**।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

হায়! আফসোস! আমরা যদি উঠা-বসায়, চলা-ফিরায় প্রতিটি মূহুর্তে দরূদ সালাম পড়তে থাকতাম।

তুরবত মে হোগি দীদ রাসুলে আনাম কি
আদত বানা রাহা হো দরুদ সালাম কি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিশাল আকারের সাপ

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে কোন ব্যক্তি তাঁর তাওবা করার কারণ জিজ্ঞাসা করল: তখন তিনি বললেন: আমি পুলিশের মহকুমায় একজন সৈনিক ছিলাম। গুনাহের অভ্যাসী ও পাক্কা শরাবী ছিলাম। আমার একটি মাত্র কন্যা ছিল। তাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসতাম। দু'বছর বয়সে সে মারা গেল। আমি চিন্তায় দূর্বল হয়ে গেলাম। ঐ বৎসরে যখন শবে বরাতের আগমন হল, আমি ইশার নামায পর্যন্ত আদায় করি নাই। বেশি মদপান করি এবং নেশাগ্রস্থাবস্থায় নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্নের জগতে বিভোর হয়ে গেলাম। (স্বপ্নে) দেখলাম কিয়ামত সংগঠিত হল। মৃতরা নিজ নিজ কবর হতে উঠে একত্রিত হচ্ছে। ইত্যবসরে আমার পিছনে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ অনুভব হল। মুখ ফিরিয়ে যেটা দেখলাম, বিশালাকারের একটি সাপ হা করে আমার উপর আক্রমন করতে প্রস্তুত, আমি ঘাবড়ে গিয়ে কিছু দূর পালিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সাপও আমার পিছনে পিছনে দৌড়াতে লাগল। এমতাবস্থায় একজন উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট দূর্বল বুজুর্গ ব্যক্তি আমার দৃষ্টিগোচর হল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

আমি তার থেকে সাহায্য চাইলাম, তিনি বললেন: “আমি খুবই দূর্বল আপনাকে সাহায্য করতে পারব না।” আমি পুনরায় খুব দ্রুত গতিতে পালিয়ে যেতে লাগলাম। সাপও আমার পিছনে পিছনে সমান ভাবে দৌড়াতে লাগল। দৌড়তে দৌড়তে আমি একটি ছোট পর্বতে গিয়ে আরোহণ করলাম। ছোট পর্বতের অপর পাশে ভয়ংকর আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। অনেক লোক সে আগুনে জ্বলছে। আমিও সেখানে নিক্ষেপযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে ছিলাম। আওয়াজ হল: “পিছনে সরে যাও, তুমি এ আগুনের উপযুক্ত নও”। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে আবারো দৌড়ে পালাতে লাগলাম। আর সাপও আমার পিছনে পিছনে ছুটছিল। ঐ দূর্বল বুজুর্গের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হল। আর (তিনি) কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন: “আফসোস! আমি খুবই দূর্বল ব্যক্তি, আপনার সাহায্য করতে পারছিনা। ঐ দেখুন, সামনে যে গোল পাহাড় দেখা যাচ্ছে সেখানে মুসলমানদের **“আমানত সমূহ”** রয়েছে। (আপনি) ঐখানে যান, যদি আপনারও সেখানে কোন আমানত থাকে তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার মুক্তির কোন পথ বের হয়ে আসবে”। আমি গোল পাহাড়ে পৌঁছলাম, সেখানে অনেক জানালা ছিল। ঐ জানালাগুলোতে রেশমি কাপড়ের পর্দা শোভা পাচ্ছিল, আর দরজা সমূহ ছিল স্বর্ণের, এর উপর মোতিও জড়ানো ছিল। ফিরিস্তারা ঘোষণা করতে লাগলেন; “পর্দা সরিয়ে দাও”! দরজা খুলে দাও! হয়তঃ এই চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির কোন **“আমানত”** এখানে বিদ্যামান রয়েছে, যা তাকে এই সাপ থেকে রক্ষা করতে পারবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

জানালা খুলে গেল, আর সেখান থেকে চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট অনেক শিশু উঁকি মেরে দেখতে লাগল। তাদের মাঝে আমার মৃত দুই বৎসরের কন্যাটিও ছিল। সে আমকে দেখে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল, (আর বলতে লাগল:) "**আল্লাহ্**র কসম! এতো আমার আব্বাজান"। অতঃপর সে লাফ দিয়ে দ্রুত আমার কাছে চলে আসল এবং তার বাম হাত দ্বারা আমার ডান হাত ধরে ফেলল। এই দৃশ্যে দেখে ঐ বিশালাকারের সাপটি পালিয়ে গেল। এতে আমার দেহে প্রাণ ফিরে আসল। কন্যাটি আমার কোলে বসে পড়ল, এবং (তার) ডান হাতে আমার দাড়ি বুলাতে বুলাতে সে ২৭ পারার সূরাতুল হাদীদের ১৬নং আয়াতের এই অংশটি তিলাওয়াত করল:

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঈমানদারদের জন্য কি এখনো ঐ সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়বে **আল্লাহে**র স্মরণ ও ঐ সত্যের জন্য, যা অবতীর্ণ হয়েছে।

নিজের কন্যা হতে এই আয়াতে কারীমা শুনে, আমি কেঁদে দিলাম। (অতঃপর) আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কন্যা! ঐ বিশালাকারের সাপটি কি বিপদ ছিল? (সে কন্যাটি) বলল: সেটা হল আপনার মন্দ আমল সমূহ যা আপনি বৃদ্ধি করেই চলছিলেন। বিশালাকারের সাপের আকৃতিতে মন্দ আমলগুলো আপনাকে জাহান্নামে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট ছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

(তিনি আবার) জিজ্ঞাসা করলেন: ঐ দূর্বল বুজুর্গ কে ছিল? (সে) বলল: সেটা হল আপনার নেক আমল সমূহ। যেহেতু আপনি নেক আমল অনেক কম করেছেন, সেহেতু সেটা অত্যন্ত দূর্বল ছিল এবং আপনার মন্দ আমলের মোকাবিলা করতে অক্ষম (ছিল)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তোমরা এই পাহাড়ে কি করছ? বলল: মুসলমানদের মৃত বাচ্চাগুলো এখানের বাসিন্দা হয়ে কিয়ামতের অপেক্ষা করছে। আমরা নিজেদের মাতা-পিতার জন্য অপেক্ষা করছি। তারা আসলে আমরা তাদের জন্য সুপারিশ করব। অতঃপর আমার চোখ খুলে গেল। আমি ঐ স্বপ্নে ভীষণ ভীত হলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি নিজের সকল পাপের জন্য কেঁদে কেঁদে তাওবা করলাম। (রউজুর রিয়াহীন, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যু বরনকারী বাচ্চা পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষানীয় অগণিত মাদানী ফুলের সম্ভার রয়েছে। যার মধ্যে একটি মাদানী ফুল এটাও রয়েছে: যার নাবালেগ বাচ্চা মারা যায় ঐ ব্যক্তি মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত নয় বরং লাভবান। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর মৃত মাদানী মুন্নি স্বপ্নের মধ্যে তাঁর হিদায়াতের কারণ হয়েছে এবং মদ্যপানকারী ও জঘন্য পাপীকে তার পাপ থেকে দূরে সরিয়ে বিলায়তের আকাশের উজ্জল তারকাতে পরিণত করেছে।

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে দুইজন মুসলমান স্বামী-স্ত্রীর তিনটি সন্তান মারা যাবে **আল্লাহ্ তাআলা** নিজের দয়া ও অনুগ্রহে উভয়কে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।” সাহাবা কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরজ করল: **হে আল্লাহর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি শুধুমাত্র দুইটি বাচ্চা মারা যায় তবে? ইরশাদ করলেন: “দুইটি হলেও” পুনরায় আরজ করল: যদি একটি বাচ্চা মারা যায় তবে? ইরশাদ করলেন: “হ্যাঁ! একটি হলেও।” এর পর ইরশাদ করলেন: “ঐ সত্তার শপথ! যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, যে মহিলার অসম্পূর্ণ বাচ্চা (অর্থাৎ মায়ের পেটে অপূর্ণ অবস্থায় নষ্ট হয়ে) মারা যায় আর সে এর উপর ধৈর্য ধারণ করে, তবে সে বাচ্চা নিজের মাকে তার নাভীর আঁত দ্বারা টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।”

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২১৫১)

পরস্পর হাসির কারণে আয়াত অবতীর্ণ

বর্ণাকৃত হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঈমান তাজাকারী ঘটনায় অন্তরে রেখাপাতকারী যে কুরআনের আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে, তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে এর শানে নুযুল এটা রয়েছে: উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাতুনা আয়িশা ছিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا হতে বর্ণিত: **নবীয়ে মুকাররম, রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের হুজরা শরীফ থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে মুসলমানদের দেখলেন, তারা পরস্পর হাসাহাসি করছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

ইরশাদ করলেন: "তোমরা হাসছ! অথচ এখনো পর্যন্ত তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা আসেনি, আর তোমাদের হাসির কারণে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।" তাঁরা আরজ করলেন: **হে আল্লাহর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই হাসির কাফ্‌ফারা কি? ইরশাদ করলেন: "ততটুকু পরিমাণ কান্না করা।"

(তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান পারা- ২৭, সূরাতুল হাদীদ, আয়াত নং- ১৬ এর টীকা)

নাদামাত ছে গুনাহোঁ কা ইযালা কুছ তো হো জাতা
হামে রুনা ভি তো আ-তা নেহি হা য়ে নাদামাত ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বাঁশি থেকে আয়াতের আওয়াজ উঠল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মূলতঃ এই আয়াতে কারীমাটি নেক্‌কার হওয়ার একটি সর্বোৎকৃষ্ট মাদানী ব্যবস্থাপত্র। এর অংশ হিসাবে আরো একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন, কেননা এই কুরআনের আয়াতটি শুনে জানি না কত লোকের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মোবারক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমার যৌবনের প্রারম্ভিকতা ছিল, নিজের বন্ধুদের সাথে একদা সফর করতে করতে আমরা একটি বাগানে পৌঁছলাম। আমার বাঁশি বাজানোর খুব আগ্রহ ছিল। রাতে যখনই বাঁশি বাজানোর জন্য নিলাম, (তখন) বাঁশি থেকে এই আয়াতে কারীমার ধ্বনি উচ্চারিত হল:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

اَلَمۡ یَاۡنِ لِلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنۡ تَخۡشَعَ قُلُوۡبُہُمۡ لِذِکۡرِ اللّٰہِ

(পারা: ২৭, সুরা: হাদীদ, আয়াত: ১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঈমানদারদের জন্য কি এখনো ঐ সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়বে **আল্লাহর** স্মরণ (এর জন্য)

আয়াত শুনে আমার অন্তরে ভীষণ আঘাত লাগল। আমি বাঁশিকে নিক্ষেপ করলাম এবং খাঁটি অন্তরে গুনাহ্ থেকে তাওবা করলাম, আর প্রতিজ্ঞা করলাম এমন কোন কাজ আর কখনো করব না, যা আমাকে আমার রবের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

(শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৩১৭)

অন্ধের চোখ মিলে গেল

আপনারা দেখলেন তো! এই আয়াতে কারীমাটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মোবারক رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর জন্য হিদায়াতের মাধ্যম হয়ে গেছে। আর তিনি বিলায়তের অনেক বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। একদা তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কোথাও যাচ্ছিলেন, (পথে) একজন অন্ধ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: বলো তোমার কি প্রয়োজন? (লোকটি) আরজ করল: (আমার) চোখ দরকার। তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ঐ সময় দোআর জন্য হাত তুলে দিলেন। **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ অন্ধ ব্যক্তির চোখে আলো দান করলেন। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"(কানযুল উম্মাল)

ডাকাতের হিদায়াত কিভাবে হল?

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: সায়্যিদুনা ফুযাইল ইবনে আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নেক্‌কার হওয়ার মাধ্যমও এই আয়াতটি ছিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাঁর সময়ের একজন প্রসিদ্ধ ডাকাত ছিলেন। কোন একজন নারীর প্রেমে পড়ে গেলেন। সেও তাঁর সাথে গুনাহের কাজ করার জন্য সম্মত হল। যখন নির্দিষ্ট সময়ে গেলেন, তখন কোথা হতে এই আয়াতটি তিলাওয়াতের আওয়াজ আসতে লাগল:

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঈমানদারদের জন্য কি এখনো ঐ সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়বে **আল্লাহ**র স্মরণ। (এর জন্য) (পারা: ২৭, সুরা: হাদীদ, আয়াত: ১৬)। তাঁর অন্তরের জগৎ পরিবর্তন হয়ে গেল। কান্না করে ফিরে এসে **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে বিনীতভাবে গুনাহের মাফ চাইলেন। নেক কাজে মন বসালেন। মক্কা মুকার্‌রমাতে অনেক দিন পর্যন্ত ইবাদত করলেন এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র মকবুল আউলিয়াদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন। (রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা’আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।” (ইবনে আ’দী)

ছেলের মৃত্যুতে মুচকি হাসি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মহান সাধক হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ কে কেউ কখনো মুচকি হাসতে দেখেন নি। যে দিন তাঁর رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ শাহ্জাদা হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন ফুযাইল رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ ইন্তিকাল করেন, সে দিন তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ মুচকি হাসতে লাগলেন। লোকেরা আরজ করলেন: ইহা কোন ধরণের খুশির সময় যে আপনি হাসছেন! তিনি বললেন: আমি **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হয়ে হাসছি। কেননা **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির কারণে আমার ছেলের মৃত্যু হয়েছে, আর **আল্লাহ্ তাআলার** পছন্দই আমার পছন্দ।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

জে ছোহনা মেরে দুখ ওয়িচ রাযি   মাই সুখ নো চুল্লে পাওয়া।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!   صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আপনি কি নেক্কার হতে চান?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনি কি বাস্তবিক নেক্কার হতে চান? তবে আপনাকে এর জন্য অনেক চেষ্টা করতে হবে। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, ত্বালেবে ইলমে দ্বীনের জন্য ৯২টি, দ্বীনি ত্বালেবাতদের জন্য ৮৩টি, মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদের জন্য ৪০টি এমনকি খুসুসী (প্রতিবন্ধী) ইসলামী ভাইদের জন্য ২৭টি মাদানী ইন্আমাত রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

অসংখ্য ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন এবং ছাত্ররা মাদানী ইন্‌আমাত অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে ফিক্‌রে মদীনা করে অর্থাৎ নিজের আমলের হিসাব করে মাদানী ইন্‌আমাতের পকেট সাইজ রিসালায় দেওয়া খালি ঘর পূরণ করে। এই মাদানী ইন্‌আমাতকে একনিষ্ঠার সাথে নিজের মধ্যে অপরিহার্য করে নেওয়ার পর নেক্‌কার হওয়ার এবং গুনাহ সমূহ থেকে বেঁচে থাকার রাস্তায় বাঁধা-বিপত্তি **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহ ও দয়ায় অধিকাংশ দূর হয়ে যায় এবং এর বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার, গুনাহের প্রতি ঘৃণা করার ও ঈমান রক্ষার জন্য চিন্তা-ভাবনা করার মনমানসিকতাও সৃষ্টি হয়। সকলের উচিত চরিত্রবান মুসলমান হওয়ার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা থেকে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা সংগ্রহ করা এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা (অর্থাৎ নিজের আমলের হিসাব) করে এর মধ্যে দেওয়া খালি ঘর পূরণ করুন, আর হিজরী সন অনুযায়ী প্রত্যেক মাদানী মাসের (অর্থাৎ চন্দ্র মাসের) প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজেদের মাদানী ইন্‌আমাতের যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

তু ওয়ালী আপনা বানালে উসকো রব্বে লাম ইয়াজাল,
মাদানী ইন্‌আমাত পর করতা রহে জু ভি আমল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

"কুফ্লে মদীনা দিবস"

অহেতুক কথাবার্তা বলা গুনাহ্ নয়, কিন্তু অহেতুক কথা বলতে বলতে গুনাহ ভরা কথায় লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। এজন্য অহেতুক কথা থেকে বেঁচে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে প্রত্যেক মাসের প্রথম সোমবার (অর্থাৎ রবিবার মাগরিব থেকে সোমবার মাগরিব পর্যন্ত) **"কুফ্লে মদীনা দিবস"** উদযাপন করতে ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এর আনন্দ তো সেই বুঝবে, যে এইদিন উদযাপন করে। এতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা **"নিশ্চুপ শাহ্জাদা"** (৪৮ পৃষ্ঠা) একবার পড়া বা শুনা হয়। একাকী পড়ুন বা পরস্পর মিলে মিশে কিছু কিছু পড়ে শুনিয়ে দিন, এভাবে চুপ থাকার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। **"কুফ্লে মদীনা দিবসে"** যতটুকু সম্ভব প্রয়োজনীয় কথাও ইশারায় বা লিখে সম্পাদন করুন। হ্যাঁ! যে ইশারা প্রভৃতি বুঝবে না বা যেখানে কথা বলা জরুরী সেখানে মুখে বলুন। যেমন: সালাম ও সালামের জবাব, হাঁচি আসলে হামদ বলা অথবা কেউ (হাঁচিতে) হামদ বললে এর জবাব, এই ভাবে নেকীর দা'ওয়াত দেওয়া ইত্যাদি। যে সকল লোক ইশারা বুঝে না, তাদের সাথে প্রয়োজনে মুখে কথাবার্তা বলুন এবং এই মাদানী ফুল সারা জীবনের জন্য গ্রহণ করে নিন, কাজের কথাও যখন বলতে হয় (তখনও) কম শব্দের মধ্যে কথা গুছিয়ে নিবেন। এত বেশি বলবেন না, কেননা যার সাথে কথা বলতেছেন হয়ত, সে বিরক্ত হয়ে যাবে।

যা হোক প্রত্যেকে ঐ ধরণের আচরণ থেকে বিরত থাকবেন, যা সাধারণ মানুষের মাঝে ঘৃণার কারণ হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ অনেকে এমনও রয়েছে, যে প্রতি মাসে ধারাবাহিক ৩দিন **"কুফ্লে মদীনা দিবস"** পালন করে। হায়! আমরাও যদি সারা জীবন প্রতিদিনই **"কুফ্লে মদীনা দিবস"** পালনকারী হয়ে যেতাম। হায়! অন্তরের মধ্যে সারা জীবনের জন্য এই মাদানী ফুল গেথে যেত; "অহেতুক কথা থেকে বাঁচব, যাতে গুনাহ ভরা কথায় লিপ্ত হয়ে জাহান্নামে পতিত না হই।"

মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমলকারীদের জন্য মহা সুসংবাদ

মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণকারী কেমন সৌভাগ্যবান তার অনুমান এই মাদানী বাহার থেকে বুঝা যায়, যেমন: হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) এর একজন ইসলমী ভাইয়ের (শপথ কৃত) বর্ণনা: ১৪২৬ হিজরীর রজব মাসের এক রাতে আমি স্বপ্নের মধ্যে **মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের মহান সৌভাগ্য অর্জন করি। ঠোট মোবারক নড়া-চড়া করছিল, আর রহমতের ফুল বর্ষণ হতে লাগল এবং মিষ্টি ভাষার শব্দাবলী কিছু এভাবে তরতীব পেল: যে এই মাসে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে মাদানী ইন্‌আমাত অনুযায়ী ফিক্‌রে মদীনা করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

মাদানী ইন্‌আমাত কি ভি মারহাবা কিয়া বাত হে,
কুরবে হক কে তালেবো কে ওয়াসতে সাওগাত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দ্বিতীয় মাদানী ইন্‌আম

এই ৭২ মাদানী ইন্‌আমাতের মধ্যে ইসলামী ভাইদের জন্য ২য় মাদানী ইন্‌আম এটা রয়েছে: আপনি কি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদের প্রথম কাতারে, প্রথম তাকবীরের সাথে, জামাআত সহকারে আদায় করেন? **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** শুধু এই একটি মাদানী ইন্‌আম এর উপর যদি কেউ সঠিক ভাবে আমল করে, তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ তার তরী পার হয়ে যবে। নামাযের ফযীলত সম্পর্কে কে অবগত নয়?

সমস্ত ছগীরা গুনাহ্ ক্ষমা

ছরকারে মদীনায়ে মুনাওয়ারা, সুলতানে মক্কায়ে মুকার্‌রমা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি দুই রাকাত নামায পড়বে এবং এর মধ্যে কোন ভুল না করে, তবে অতীতে তার যত গুনাহ্ হয়েছে **আল্লাহ্ তাআলা** ক্ষমা করে দেবেন।” (এখানে ছগীরা গুনাহ্ উদ্দেশ্য)

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২১৭৪৯)

জামাআতের ফযীলত

আপনারা দেখলেন তো! দুই রাকাতের যখন এই ফযীলত, তখন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায সমূহের কেমন কেমন বরকত হবে! এই ‘মাদানী ইন্‌আমে’ নামায জামাআত সহকারে আদায় করার কথা রয়েছে, আর জামাআতের ফযীলত সম্পর্কে কি বলব, মুসলিম শরীফে সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত;

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

তাজদারে মদীনা, রাহাতে কলব ও সীনা, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নামায একাকী পড়ার চাইতে জামাআত সহকারে আদায় করলে সাতাশ গুণ (সাওয়াব) বৃদ্ধি পাবে।" (মুসলিম শরীফ, ৩২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫০)

প্রথম তাকবীরের ফযীলত

ঐ 'মাদানী ইন্‌আমে' প্রথম তাকবীরের কথাও উল্লেখ রয়েছে। এর ফযীলত সম্পর্কে শুনুন এবং আন্দোলিত হোন। ইবনে মাজাহ শরীফের বর্ণনায় রয়েছে; **ছরকারে মদীনায়ে, মুনাওয়ারা, সরদারে মক্কায়ে মুকার্‌রমা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি মসজিদে জামাআত সহকারে চল্লিশ রাত ইশার নামায এইভাবে আদায় করে (যেন) প্রথম রাকাত ছুটে না যায় (তবে) **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেন।" (ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৪৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৭৯৮) سُبْحٰنَ الله! যখন চল্লিশ রাত ইশারের ৪ রাকাত নামায জামাআত সহকারে প্রথম তাকবীরের সাথে আদায় করার এত ফযীলত, তবে জীবিত অবস্থায় বছরের পর বছর পর্যন্ত ৫ ওয়াক্ত নামায প্রথম তাকবীরের সাথে জামাআত সহকারে আদায় করার কি রকম ফযীলত হবে!

নামাযে হজ্বের সাওয়াব

ছরকারে মদীনা, রহমতের খযিনা, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে পবিত্রতা অর্জন করে নিজের ঘর থেকে ফরয নামাযের জন্য বের হয়, তার সাওয়াব এমন রয়েছে, যেমন হজ্ব পালনকারী মুহরিমের (ইহ্‌রাম পরিহিত ব্যক্তির)।

(আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৫৫৮)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

দৈনিক পাঁচ বার গোসলের উদাহরণ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, মাহবুবে গাফ্‌ফার, হুযুর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “বলো! যদি কারো দরজায় একটি নদী থাকে, যাতে সে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে, তবে কি তার মধ্যে (শরীরে) কোন ময়লা থাকবে?” লোকেরা আরজ করল: তার (শরীরের) ময়লার মধ্য থেকে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণও এই রূপ, **আল্লাহ্ তাআলা** এর বিনিময়ে গুনাহ সমূহ মুছে দেন।” (মুসলিম শরীফ, ৩৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬৭)

জান্নাতী যিয়াফত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়ের! এই **‘মাদানী ইন্‌আমের’** কারণে নামায সমূহও মসজিদেই আদায় করা হবে। আর মসজিদে যাওয়া سُبۡحٰنَ اللہ! হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে মুকার্‌রম, রাসুলে মুহতাশম, নূরে মুজাস্‌সম, ছরওয়ারে আলম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে সকাল বা সন্ধ্যায় মসজিদে আসবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য জান্নাতে একটি মেজবানের আয়োজন করবেন।” (প্রাগুক্ত, হাদীস: ৬৬৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

প্রথম কাতার

প্রথম কাতারের কথাও এই 'মাদানী ইন্‌আমে' বিদ্যমান রয়েছে। **আল্লাহ্‌র হাবীব, হাবীবে লাবীব, তাবিবদের তাবিব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যদি লোকেরা জানত আযান ও প্রথম কাতারের মধ্যে কি রয়েছে, (তবে তা লাভ করার জন্য) লটারী দেওয়া ব্যতীত কোন উপায় থাকত না। সুতরাং এর জন্য (তারা অবশ্যই) লটারী দিত।" (সহীহ্ মুসলিম, ২৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩৭) আর একটি বর্ণনায় আছে; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** এবং তাঁর ফিরিস্তারা প্রথম কাতারে রহমত প্রেরন করেন। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ২য় কাতারের উপর? (তিনি) صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর ফিরিস্তাগণ ১ম কাতারের উপর রহমত প্রেরন করেন।" পুনরায় সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরজ করলেন: হে **আল্লাহ্‌র রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ২য় কাতারের উপরও? ইরশাদ করলেন: "২য় কাতারের উপরও।" আরো ইরশাদ করেন: "কাতারকে সোজা কর এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলাও। নিজের ভাইদের সাথে কোমল হও। আর কাতারের মাঝে খালি জায়গা পূর্ণ কর। কেননা শয়তান ভেড়ার বাচ্চার মত তোমাদের মাঝে প্রবেশ করে।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ২২৩২৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

কোন ধরণের আমল বেশি উত্তম?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হয়তঃ আপনাদের মধ্য থেকে কারো কাছে "মাদানী ইন্‌আমাত" কঠিন মনে হবে, কিন্তু সাহস হারাবেন না। বর্ণিত আছে: اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اَحْمَزُهَا অর্থাৎ- সর্বোত্তম ইবাদত হল সেটাই, যার মধ্যে বেশি কষ্ট রয়েছে। (মাকাসদে হাসানাহ্, ৭৯ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়াতে যে আমল যত কষ্টকর হবে, কিয়ামতের দিন আমলের পাল্লায় সেটা তত বেশি ভারী হবে।" (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা) যখন আমল করা শুরু করে দিবেন তখন সেটা আপনার জন্য اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সহজ হয়ে যাবে। সম্ভবতঃ আপনার অভিজ্ঞতা থাকবে, প্রচন্ড শীতে অযু করতে বসলে শুরুতেই ঠান্ডায় দাঁত খিড় খিড় করে। অতঃপর সাহস করে যখন অযু আরম্ভ করে দেন, তখন যদিও প্রথমে খুব ঠান্ডা অনুভব হয়, কিন্তু পরে ক্রমান্বয়ে ঠান্ডা কম অনুভব হয়। প্রত্যেক কঠিন কাজের এটাই নিয়ম। উদাহরণ স্বরূপ- কোন ব্যক্তি (যদি) কোন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়, তবে সে অস্থির হয়ে যায়, অতঃপর ধীরে ধীরে যখন অভ্যস্থ হয় তখন ধৈর্য ধারণের ক্ষমতাও সৃষ্টি হয়ে যায়। এক ইসলামী ভাই **ইরকুন নিসা** নামক রোগে আক্রান্ত হলেন। এই রোগ সাধারণত পায়ের টাখনু থেকে রানের উপরের জোড় পর্যন্ত হয়ে থাকে। কারো এক মাস আর কারো বৎসরেও যায় না। সে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। আমি বললাম: **আল্লাহ্ তাআলা** ভাল করে দেবেন। আপনি ঘাবড়াবেন না। যখন আপনি অভ্যস্থ হয়ে যাবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সহ্য করা সহজ হয়ে যাবে। কিছুদিন পরে (তার সাথে) সাক্ষাৎ হলে আমি জিজ্ঞাসা করি, তখন সে বলে সেই ব্যথাতো আছেই কিন্তু আপনার কথা অনুসারে অভ্যস্থ হয়ে গেছি।

এতে কাজ চলে যাচ্ছে। মাদানী ইন্‌আমাত যেহেতু আমাদেরকে **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগত বানানোর জন্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণদানের উদ্দেশ্যেই। তাই শয়তান এতে অনেক বাঁধা সৃষ্টি করবে, কিন্তু আপনি সাহস হারাবেন না। ব্যস! এই যেহেন (মনমানসিকতা) তৈরী করে নিন যে, আমাকে এই 'মাদানী ইন্‌আমাত' এর উপর আমল করতেই হবে।

ছরওয়ারে দি! লিজে আপনে না তুওয়ানোঁ কি খবর
নফস ও শয়তাঁ সায়্যিদা কব তক দাবাতে জায়েগে।
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

মাদানী কাজ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থাপত্র

যদি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারগণ বিশেষ মনোযোগ দিয়ে এই মাদানী কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চারিদিকে সুন্নাতের বাহার আসবে। যদি আপনারা সবাই **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য একান্ত মনে এই **'মাদানী ইন্‌আমাত'** এর উপর আমল করা শুরু করে দেন, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জীবিত থাকাকালীন এবং তাও খুব তাড়াতাড়ি এর বরকত দেখতে পাবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনাদের অন্তরে প্রশান্তি অর্জিত হবে। বাতিন পরিশুদ্ধ হবে। **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয় এবং ইশ্‌কে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঝর্ণা আপনার অন্তরে প্রবাহিত হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার এলাকাতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ আশ্চর্যজনকভাবে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু **'মাদানী ইন্‌আমাত'** এর উপর আমল করা **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম, সেহেতু শয়তান আপনাকে অনেক অলসতা দিবে, বিভিন্ন রকমের বাহানা দেখাবে, আপনার অন্তর বসতে চাইবে না, কিন্তু আপনি সাহস হারাবেন না, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অন্তর বসে যাবেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

এ্যায় রযা হার কাম কা ইক ওয়াক্ত হে
দিল কো ভি আরাম হো হি জায়েগা। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

আমলকারীদের তিন শ্রেণী

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু ওসমান মাগরিবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে তাঁর একজন মুরীদ আরজ করলেন: হে সায়্যিদী! কখনো কখনো এমন হয় যে, অন্তরের ইচ্ছা ব্যতীতও আমার মুখ হতে **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকির জারি হয়ে যায়। তিনি বললেন: এটাও তো শুকরিয়া জ্ঞাপন করার বিষয়, কেননা তোমার একটি অঙ্গ (জিহ্বা) কে **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** যিকিরের তাওফিক দান করেছেন। যার অন্তর **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকির হতে বিমুখ, তাকে কোন কোন সময় শয়তান প্ররোচনা ঢেলে দেয় যে তোমার অন্তর যখন **আল্লাহ্ তাআল**র যিকির হতে বিমুখ থাকে, তখন চুপ থাক। কেননা এমন যিকির করা বেআদবী। ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই প্ররোচনার উত্তর প্রদানকারী তিন ধরণের লোক রয়েছে; **এক:** ঐ সমস্ত লোকেরা, যারা এই সময় শয়তানকে বলে: "(তুমি আমাকে) খুব মনোযোগী করেছ, এখন আমি তোমাকে অসন্তুষ্ট করার জন্য অন্তরকেও উপস্থিত করছি।" এইভাবে শয়তানের ক্ষতস্থানে লবণ ছিটানো হয়ে যায়। **দ্বিতীয়:** ঐ বোকা, যে শয়তানকে বলে: তুমি ঠিক বলেছ; যখন অন্তর উপস্থিত নেই তখন মুখ নড়া-চড়া করে কি লাভ! আর সে **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকির হতে চুপ হয়ে যায়, এই মুর্খ মনে করে, আমি জ্ঞানী লোকের কাজ করেছি, অথচ সে শয়তানকে নিজের দরদী মনে করে ধোঁকা খেয়ে ফেলল।

তৃতীয়: ঐ ব্যক্তি যে বলে: আমি যদিও অন্তরকে উপস্থিত করতে পারিনি তারপরও জবানকে **আল্লাহ্ তাআলার** যিকিরে মগ্ন রাখা চুপ থাকার চাইতে উত্তম। যদিও অন্তর দিয়ে **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির করা এই ধরনের যিকির হতে কয়েক গুণ উত্তম। (কীমিয়ায়ে সাআদাত, ২য় খন্ড, ৭৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাওবার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! অন্তর না ঝুঁকলেও আমলকে চালু রাখা আমাদের জন্য উত্তম। যাই হোক নেক্‌কার হওয়ার ব্যবস্থাপত্র পেশ করা হয়েছে। তদানুযায়ী আমল করতে থাকুন। কখনো না কখনো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ গন্তব্য পেয়েই যাবেন। 'মাদানী ইন্‌আম' নম্বর ১৬ এ প্রতিদিন দু'রাকাত তাওবার নামায আদায় করে নিজের গুনাহ্ হতে তাওবা করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তাওবা **আল্লাহ্ তাআলাকে** সন্তুষ্ট করা এবং নেক্‌কার হওয়ার উত্তম মাদানী ব্যবস্থাপত্র। **আল্লাহ্‌র** পানাহ্! যদি কোন গুনাহ্ সংগঠিত হয়ে যায়, তবে ঐ সময় তাওবা করে নেয়া ওয়াজিব। তাওবা করার মধ্যে দেরী করাও একটি নতুন গুনাহ্। তাওবার একটি ফযীলত শ্রবণ করুন, আর আন্দোলিত হোন। **রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ" অর্থাৎ- গুনাহ্ হতে তাওবাকারী এমন হয়ে যায়, যেমন সে কোন গুনাহ্ই করেনি।" (ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৪২৫০)

নেক্‌কার হওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করুন। প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উচিত, জীবনে কমপক্ষে ১২মাস, আর প্রতি ১২মাসে ৩০দিন এবং প্রতি ৩০দিনে কমপক্ষে ৩দিন সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকে রাসুলদের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় অবশ্যই সফর করা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদাব সমূহ বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা
জান্নাত মে পড়োসি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সমবেদনা জ্ঞাপন করার ১৬টি মাদানী ফুল

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী:

(১) যে কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, তার জন্য ঐ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির মত সাওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৭৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

(২) যে মুমিন বান্দা নিজের কোন বিপদগ্রস্থ ভাইয়ের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ তাআলা** কিয়ামতের দিন তাকে কারামাতের পোষাক পরিধান করাবেন।

(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬০১)

(৩) যে ব্যক্তি কোন চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তিকে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ তাআলা** তাকে তাকওয়ার পোষাক পরিধান করাবেন এবং রূহ সমূহের মধ্যে তার রূহের উপর রহমত বর্ষণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ তাআলা** তাকে জান্নাতী পোষাক সমূহ থেকে এমন দুইটি পোষাক পরিধান করাবেন, যার মূল্য (সারা) দুনিয়াও হতে পারে না। (আল মু'জামুল আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯২৯২)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তাআলার** দরবারে আরজ করলেন: **হে আমার রব!** ঐ ব্যক্তি কে? যে তোমার আরশের ছায়াতলে থাকবে, যে দিন সেটার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না? **আল্লাহ তাআলা** ইরশাদ করলেন: "হে মুসা عَلَیۡہِ السَّلَام! ঐ লোক যে রোগীদের সেবা শুশ্রুশা করে, জানাযার সাথে চলে এবং কোন মৃত বাচ্চার মায়ের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে থাকে।" (তামহিদুল পরশ লিস্‌সুয়ূতী, ২৬ পৃষ্ঠা)

(৫) সমবেদনা জ্ঞাপন এর অর্থ হচ্ছে: বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়া। "সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত।"

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৫২ পৃষ্ঠা)

(৬) দাফনের আগেও সমবেদনা জ্ঞাপন করা জায়েজ কিন্তু দাফনের পর সমবেদনা জ্ঞাপন করা উত্তম, আর এটা সেই সময় যখন মৃতের পরিবারের সদস্যরা কান্নাকাটি না করে। নতুবা তাদের সান্তনার জন্য দাফনের পূর্বেই সমবেদনা জ্ঞাপন করুন।

(জাহরা, ১৪১ পৃষ্ঠা)

(৭) সমবেদনা জ্ঞাপনের সময় মৃত্যু থেকে তিন দিন পর্যন্ত, এর পর করা মাকরূহ। কেননা এর দ্বারা শোক তাজা হবে। কিন্তু যখন সমবেদনা জ্ঞাপনকারী অথবা যার সমবেদনা জ্ঞাপন করা হবে সেখানে বিদ্যমান না থাকে বা বিদ্যমান আছে, তবে তার জানা নেই, তাহলে পরে সমবেদনা জ্ঞাপন করাতে অসুবিধা নেই।

(প্রাগুক্ত, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

(৮) (সমবেদনা জ্ঞাপনকারী) বিনয় নম্রতা এবং দুঃখ বেদনা প্রকাশ করবে। কথা কম বলবে আর মুঁচকি হাসি থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা (এরকম পরিস্থিতিতে) মুঁচকি হাসা (অন্তরে) হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। (আদাবে দ্বীন, ৩৫ পৃষ্ঠা)

(৯) মুস্তাহাব হল, মৃতের সকল নিকটাত্মীয়দের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। ছোট, বড়, পুরুষ ও মহিলা সবাইকে, তবে মহিলাকে তার মুহরিমই সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৫২ পৃষ্ঠা) সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে এটা বলবেঃ **আল্লাহ তাআলা** আপনাকে সবরে জামীল (উত্তম ধৈর্য) প্রদান করুক এবং এই বিপদে আপনার উপর মহান প্রতিদান দান করুক, আর **আল্লাহ তাআলা** মরহুমকে ক্ষমা করুক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"(কানযুল উম্মাল)

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই শব্দাবলীর মাধ্যমে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন:

اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

(অনুবাদ:) **আল্লাহ তাআলা**রই যা তিনি নিয়েছেন আর যা দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রয়েছে, এজন্য ধৈর্য ধারণ করো এবং সাওয়াবের আশা রাখ।

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২৮৪)

(১০) মৃতের আত্মীয়দের ঘরে বসা যেন লোকেরা তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য আসে এতে কোন অসুবিধা নেই। আর ঘরের দরজায় বা সাধারণ রাস্তার উপর বিছানা (বা কার্পেট ইত্যাদি) বিছিয়ে বসা মন্দ কাজ।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

(১১) কবরের নিকটবর্তী সমবেদনা জ্ঞাপন করা মাকরূহ (তানযিহী)। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা) কতিপয় বংশের মধ্যে মৃত্যুর পর আগত প্রথম শবে বরাত বা প্রথম ঈদের সময় আত্মীয় স্বজনেরা মৃতের পরিবারের ঘরে সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য একত্রিত হয়। এটা ভুল পদ্ধতি। হ্যাঁ! যে ব্যক্তি কোন কারণে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে পারেনি সে ঈদের দিন সমবেদনা জ্ঞাপন করাতে সমস্যা নেই। এ ভাবে প্রথম ঈদুল আযহায় যে সব মৃতের পরিবারের উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে, তাদেরকে কুরবানী করতে হবে নতুবা গুনাহগার হবে। এটাও মনে রাখবেন! শোকের দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরে ঈদের আগমনে মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করা বা শোকের কারণে ভাল পোষাক ইত্যাদি পরিধান না করা নাজায়িয ও গুনাহ। অবশ্য এমনিতে কেউ উন্নত পোষাক পরিধান না করলে গুনাহ হবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা’আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।” (ইবনে আ’দী)

(১২) যে একবার সমবেদনা জ্ঞাপন করে আসল, সে পূনরায় সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য যাওয়া মাকরূহ।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

(১৩) যদি সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য মহিলারা একত্রিত হল, যারা বিলাপ করবে, তবে তাদেরকে খাবার দেওয়া যাবে না। কেননা (তা) গুনাহকে সহযোগিতা করা হবে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৫৩ পৃষ্ঠা)

(১৪) বিলাপ অর্থাৎ মৃতের গুণাগুণ অতিরঞ্জনের সাথে (অর্থাৎ বাড়িয়ে গুণাগুণ) বর্ণনা করে আওয়াজ সহকারে কান্নাকাটি করা। যাকে ‘বায়িন’ বলা হয়। সকলের ঐক্য মতে, হারাম। এভাবে হায়! বিপদ! হায় দুঃখ! বলে বলে চিৎকার করা।

(প্রাগুক্ত, ৮৫৪ পৃষ্ঠা)

(১৫) ডাক্তারগণ বলেন: (যে নিজের আত্মীয়ের মৃত্যুতে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়, তার) মৃতের জন্য একেবারে কান্নাকাটি না করলে কঠিণ রোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার মাধ্যমে অন্তরের তীব্রতা বের হয়ে যায়। এজন্য (বিলাপ ছাড়া) কান্না করা থেকে কখনো নিষেধ করবেন না। (মিরআতুল মানাজিহ, ২য় খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা)

(১৬) প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য এমন শব্দাবলী হওয়া চাই, যার মাধ্যমে ঐ দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যক্তির সান্তনা চলে আসে। ফকীরের অভিজ্ঞতা রয়েছে, যদি এই অবস্থায় দুঃখীদেরকে কারবালার ঘটনাবলী স্বরণ করিয়ে দেয়া হয়, তবে অনেক সান্তনা পাই। সকল সমবেদনা জ্ঞাপনই উত্তম, তবে বাচ্চার মৃত্যুতে (মুহরিম তার) মাকে সান্তনা দেওয়াতে অনেক সাওয়াব রয়েছে। (মিরআতুল মানাজিহ থেকে সংকলিত, ২য় খন্ড, ৫০৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

ইছালে সাওয়াব উপলক্ষে "ইজতিমায়ে যিকর ও না'ত"

দা'ওয়াতে ইসলামীর সকল যিম্মাদারদের খিদমতে মাদানী অনুরোধ হচ্ছে যে, আপনাদের এলাকার কোন ইসলামী ভাই রোগাক্রান্ত কিংবা বিপদাপদের (যেমন বাচ্চা অসুস্থ হওয়া, চাকুরিচ্যুত হওয়া, চুরি বা ডাকাতি হওয়া, মটর সাইকেল বা মোবাইল ছিনতাই হওয়া, দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়া, ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া, দালান ভেঙ্গে যাওয়া, আগুন ধরে যাওয়া, কারো মৃত্যু হওয়া ইত্যাদি যে কোন কষ্টের) সম্মুখীন হলে, সাওয়াবের নিয়্যতে ঐসব দুঃখী ইসলামী ভাইয়ের মন খুশি করে অসীম সাওয়াবের ভাগিদার হোন, কেননা **রাসুলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয়ই **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে ফরয সমূহের পর সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে মুসলমানকে খুশি করা।" (আল মু'জামুল কবীর, ১১তম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ১১০৭৯) কারো ইন্তেকালে সম্ভব হলে তৎক্ষণাত মৃত ব্যক্তির ঘর ইত্যাদিতে উপস্থিত হয়ে যান, সুযোগ হলে মৃত ব্যক্তির গোসল, জানাযার নামায বরং দাফনকার্যেও শরীক হোন। সম্পদশালী ও পার্থিব খ্যাতি সম্পন্ন লোকদের মন খুশি করার জন্য স্বাভাবিক ভাবে অনেক লোক হয়ে থাকে। কিন্তু বেচারা দরিদ্র লোকদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করার মত কে রয়েছে? অবশ্যই ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে বিত্তবানদের সমবেদনা জ্ঞাপন করুন তবে গরীবদেরকেও দৃষ্টির আড়ালে রাখবেন না। ঐসব "ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদের" পাশাপাশি বিশেষত আপনার অধীনস্থ গরীব ইসলামী ভাইদের ঘরে কেউ মারা গেলে,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

তাদেরকে তাদের আত্মীয় স্বজন সহ অন্যান্যদেরকে একত্রিত করার জন্য উৎসাহিত করে তাদের ঘরে অন্তত পক্ষে ৯২ মিনিটের **"ইজতিমায়ে যিকর ও না'ত"** এর ব্যবস্থা করুন, যদি সবার নিকট আওয়াজ পৌঁছে তবে বিনা প্রয়োজনে **"সাউন্ড সিস্টেম"** লাগানোর ব্যাপারে **আল্লাহ্**কে ভয় করুন। সামর্থনুযায়ী **লঙ্গরে রাসাইল তথা বিনা মূল্যে রিসালা বন্টনের** মন মানসিকতা তৈরী করুন, খাবারের ব্যবস্থা কখনো করতে দিবেন না, [**মাসআলা:** মৃতের তৃতীয় দিবসের খাবার যেহেতু সাধারণ দাওয়াতের মত হয়, সেহেতু ধনী লোকদের জন্য জায়িয নেই, কেবল গরীব ও মিসকীন (লোকেরা) খেতে পারবে, তিন দিনের পরেও মৃত ব্যক্তির ঘরে খাওয়ার ক্ষেত্রে ধনী লোকগণ (অর্থাৎ যারা ফকীর নয়) তাদের বিরত থাকা উচিত।] যে সময় নির্ধারণ করা হবে সেটা অনুসরণ করুন "ইশার নামাযের পর আরম্ভ হবে" এটা না বলে, ঘড়ির সময় অনুযায়ী নির্ধারণ করুন যেমন রাত নয়টায় আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত হলে, মানুষের জন্য অপেক্ষা না করে নির্ধারিত সময়ে তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করে দিন, অতঃপর না'ত শরীফ (সময়সীমা ২৫ মিনিট), সুন্নাত ভরা বয়ান (সময়সীমা ৪০মিনিট) এবং সবশেষে যিকর (সময়সীমা ৫মিনিট), হৃদয়গ্রাহী দোয়া (সময়সীমা ১২মিনিট) এবং সালাত ও সালাম (তিন শে'র) সমাপ্তি দোয়া সহ (সময়সীমা ৩মিনিট)। এলাকার সকল যিম্মাদার, মুবাল্লিগগণ, সম্ভাব্য অবস্থায় মারকাযী মজলিসে শূরার রুকনগণ ও অন্যান্য ইসলামী ভাইদের উপস্থিতিকে নিশ্চিত করুন এছাড়া চেষ্টা করে ইছালে সাওয়াবের জন্য সেখান থেকে সাথে সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করানোর ব্যবস্থা করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ইন্‌শাআল্লাহ! স্মরণে এসে যাবে।” (সা’য়াদাতুদ দা’রাঈন)

হাজারো সুন্নাত সমূহ শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত ২টি কিতাব। (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“বাহারে শরীয়ত”** ১৬তম খন্ড এবং (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“সুন্নাত অওর আদাব”** হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলাতে আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফেলে মে চলো শিখনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো
হুগি হাল মুশকিলে কাফেলে মে চলো খাত্‌ম হো শামাতে কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী

৬ সফরুল মুজাফ্‌ফর ১৪৩৪ হিজরী
27-06-2012

ক্রোধের সংজ্ঞা

প্রখ্যাত মুফাসসির হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: ক্রোধ হচ্ছে অন্তরের সে জিঘাংসার নাম, যা অপরের নিকট থেকে প্রতিশোধ নিতে কিংবা তাকে দম করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৫৫ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

সূচিপত্র

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন শরীফ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
রুহুল বয়ান	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত
আবু দাউদ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত
ইবনে মাজাহ্	দারুল মারেফা, বৈরুত
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত
মু'জাম কাবির	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত

কিতাব	প্রকাশনা
মু'জামুল আওসাত	দারুল ফিকির, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত
তামহিদুল ফরশা	আল মাকতাবুল ইসলামী বৈরুত
আল কউলুল বদি	মুআস্ সাসাতুর রিয়ান, বৈরুত
রাওজুর রিয়াহিন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তাজকিরাতুল আউলিয়া	ইনতিশারাতে গুনজিয়াহ তেহরান
কিমিয়ায়ে সাআদাত	ইনতিশারাতে গুনজিয়াহ তেহরান
রুদ্দুল মুহতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
আলমগিরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
জওহরা	বাবুল মদীনা করাচী
মিরাতুল মানাজিহ	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
আদাবে দ্বীন	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী

কুফলে মদীনা দিবস

অহেতুক কথাবার্তা বলা গুনাহ্ নয়, কিন্তু অনর্থক কথা বলতে বলতে গুনাহ্ ভরা কথায় লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে । এজন্য অনর্থক কথা থেকে বেঁচে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে প্রত্যেক মাসের প্রথম সোমবার (অর্থাৎ রবিবার মাগরিব থেকে সোমবার মাগরিব পর্যন্ত) "কুফলে মদীনা দিবস" উদযাপন করার জন্য ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এর মজা তো সেই বুঝবে যে এইদিন উদযাপন করে। এতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা "নিশ্চুপ শাহ্জাদা" (৪৮ পৃষ্ঠা) একবার পড়া বা শুনা হয়। একাকী পড়ুন বা পরস্পর মিলে মিশে কিছু কিছু পড়ে শুনিয়ে দিন, এভাবে চুপ থাকার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। "কুফলে মদীনা দিবসে" যতটুকু সম্ভব প্রয়োজনীয় কথাও ইশারায় বা লিখে সম্পাদন করুন। হ্যাঁ! যে ইশারা প্রভৃতি বুঝবে না বা যেখানে কথা বলা জরুরী সেখানে মুখে বলুন। যেমনঃ সালাম ও সালামের জবাব, হাঁচি আসলে 'হামদ্' বলা অথবা কেউ (হাঁচিতে) 'হামদ্' বললে এর জবাব, এই ভাবে নেকীর দা'ওয়াত দেওয়া ইত্যাদি। যে সকল লোক ইশারা বুঝে না, তাদের সাথে প্রয়োজনে মুখে কথাবার্তা বলুন এবং এই মাদানী ফুল সারা জীবনের জন্য গ্রহণ করে নিন, যদিও কাজের কথা বলতে হয় (তখনও) কম শব্দের মাধ্যে কথা গুছিয়ে নিবেন। এত বেশি বলবেন না, কেননা যার সাথে কথা বলতেছেন সে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে। যা হোক প্রত্যেকে ঐ ধরণের আচরণ থেকে বিরত থাকবেন, যা মানুষের মাঝে ঘৃণার সৃষ্টি হওয়ার কারণ হয়। الحمد لله عزوجل অনেকে এমনও রয়েছে, যে প্রতি মাসে ধারাবাহিক ৩দিন "কুফলে মদীনা দিবস" পালন করে। হায়! আমরাও যদি সারা জীবন প্রতিদিনই "কুফলে মদীনা দিবস" পালনকারী হয়ে যেতাম। হায়! অন্তরের মধ্যে সারা জীবনের জন্য এই মাদানী ফুল গেঁথে যেত: "অহেতুক কথা থেকে বাঁচব, যাতে গুনাহ্ ভরা কথায় লিপ্ত হয়ে জাহান্নামে পতিত না হই।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইলঃ ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইলঃ ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৩৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইলঃ ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web: www.dawateislami.net